বিশ্বাসীর জীবনে বন্ধুর প্রয়োজন

আদিপুস্তক ১৪.১৩-১৬পদ

আমরা আদিপুস্তক থেকে অব্রামের বিশ্বাস-জীবন অধ্যয়ণ করে চলেছি। ১৪.১-১২ পদে আমরা বাইবেলে উল্লেখিত প্রথম যুদ্ধের কথা পেয়েছি। পূর্বদেশের চারজন রাজা কনান ও তার চার পাশের পাঁচ শহরের (সদোম, ঘমোরা, অদ্‌মার, সবোয়িম, বিলা) রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সিদ্দিম তলভূমিতে মিলিত হয়েছিল। সিদ্দিম তলভূমির মেটিয়া তেলের খাতকে ব্যবহার করে শত্রুদের ধংস করার যে ফন্দি সদোম ও ঘমোরার রাজারা এঁটেছিলেন, তা কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। শত্রুদের পরিবর্তে তাদের নিজেদের অনেক সৈন্য পিছু হটতে হটতে সেই খাতে পতিত হয়ে মারা পড়ে, বাকিরা পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে আশ্রয় নেয়। বিজয়ী পাঁচ রাজার সৈন্যরা সদোম ও ঘমোরার সমস্ত সম্পত্তি ও ভক্ষ্যদ্রব্য লুঠ করে নিয়ে যায়। অব্রামের ভাইপো লোটকে ও তার সম্পত্তিও লুঠ করে নিয়ে যায়।

আজ আমরা এই ঘটনার পরবর্তী অংশ (আদি ১৪.১৩-১৬) পাঠ করেছি। আমরা যতকাল এই পৃথিবীর মাটিতে বাস করি, ততকাল এই পৃথিবীর বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ঘটনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এখন, খ্রীস্ট বিশ্বাসী হিসাবে আমরা এই সমস্ত পার্থিব ঘটনার সঙ্গে কীভাবে নিজেদের জড়িত করব, সেই বিষয়ে আজ আমরা অব্রামের কাছ থেকে শিখব। কারণ, এখানে আমরা দেখতে পাই, অব্রাম জগতের ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে এবং সেই বিষয়ের পরিবর্তন করে আমাদের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছেন।

১৩ পদে আমরা পাই যে, পাঁচ শহরের সৈন্যদের মধ্যে যারা পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ী এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল (১০ পদ), তাদের মধ্যে একজন লোটকে চিনত। সে আরও জানত যে লোটের কাকা অব্রাম খুব ধনী ব্যক্তি এবং তার অধীনে অনেক সুশিক্ষিত দেহরক্ষী আছে। তাই সে, (লোটের অনুরোধে কি-না, তা আমরা জানি না), তাড়াতাড়ি অব্রামকে লোটের বন্দিত্ব সম্বন্ধে খবর দিল।

অব্রাম নিজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য এই যুদ্ধে অংশ নেননি। কিন্তু যখন তিনি নিজের ভাইপোর দুঃসংবাদ শুনলেন, তখনই তিনি তাকে উদ্ধার করতে এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন। যদিও সেই সময় আজকের দিনের মত উন্নত তথ্য ও প্রযুক্তি বা যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না; তথাপি সেই সময়কার এত বড় যুদ্ধ সম্বন্ধে অব্রাম অবগত ছিলেন বলেই ধরা যেতে পারে। যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু অব্রাম নিজেকে সরাসরি এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত করেননি। কিন্তু নিজের জ্ঞাতি এই যুদ্ধের ফলে যে বিপদের মুখে পড়েছে, তা শুনে অব্রাম নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেতে পারেননি।

অনুমান করা যেতে পারে, লোটের সঙ্গে কিছুকাল পূর্বে অব্রামের যে ঘটনা ঘটেছিল, তা অব্রামের স্মরণে এসেছিল। ভাইপো হয়েও সে কাকার অগ্রাধিকারকে তুচ্ছ করে নিজের চিন্তায় ভালো ক্ষেত্রকে প্রথমে পছন্দ করেছিল। তাই, অব্রাম যখন লোটের এই দুঃসংবাদ শুনেছিলেন, তিনি খুব সহজেই এমন কথা বলতে পারতেন, "*এইভাবে ঈশ্বর লোটকে শিক্ষা দিচ্ছেন।*" এইভাবে, ঈশ্বরের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজের দায়িত্বকে (লোটকে উদ্ধার) অব্রাম এড়িয়ে যেতে পারত। অব্রাম কিন্তু তা করেননি। ভাইপোর আচরণকে স্মরণ করে তার বিরুদ্ধে আক্রোশের বশবর্তী কাজ করা নয়, কিন্তু বিশ্বাসী হিসাবে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত অপর বিশ্বাসীকে সাহায্য করতে অব্রাম এগিয়ে এসেছিলেন।

কেবল তাই নয়, আক্রমণকারী চারজন রাজার শক্তি সম্বন্ধে অবগত থাকায়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার ঝুঁকি নিতে অব্রাম রাজি নাও হতে পারতেন। যুক্তি হিসাবে তিনি এমন কথা বলতে পারতেন, "*ঐ সমস্ত শক্তিশালী রাজাদের বিরুদ্ধে আমার সামান্য কয়েকজন যোদ্ধা কিছুই করতে পারবে না। তাই, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়া বোকার কাজ হবে।*" অব্রাম কিন্তু যুক্তির দোহাই দিয়ে ভয়ে পিছু হটেননি, পরিবর্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে ভাইপোকে উদ্ধার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

করতে শক্তিশালী রাজাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই কাজের দ্বারা অব্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। যেভাবে ঐ সমস্ত বিদেশী রাজা ও তাদের সৈন্যরা আক্রমণ, অবরোধ বা লুঠ চালিয়ে সাধারণ মানুষদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল (লোট ও তার পরিবার যার বলি হয়েছিল), অব্রাম তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মারাত্মক ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করেননি। একথা সত্য যে অব্রামের শত্রুদের সংখ্যা ও শক্তি অব্রামের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কিন্তু অব্রাম তাঁর বিশ্বাস জীবনের দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, কেবল শক্তি বা সংখ্যার দ্বারাই যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে না। কারণ সদাপ্রভু বলেন ***"শক্তি বা ক্ষমতার দ্বারা নয়, কিন্তু আমি সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু বলছি যে, আমার আত্মা দ্বারা তুমি সফল হবে"*** (সখরিয় ৪.৬)।

আজ আমরাও একই ধরনের পরিবেশ বা পরিস্থিতির পৃথিবীতে বাস করছি। এই পৃথিবীর বিভিন্ন মন্দ বিষয়ের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে বা লড়াই করতে ঈশ্বর যখন আমাদের আহ্বান করেন, তখন আমাদের দায়িত্ব অব্রামকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসা। অন্যায়, অবিচার বা অত্যাচারে জর্জরিত মানুষদের উদ্ধার করতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের দেশের অনেক মানুষ এখনও বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় বা কুসংস্কারের ব্যাধিতে আক্রান্ত। শয়তান তাদের অন্ধকারে রেখে দিয়েছে, তারা এখনও সত্য ও আলোর সন্ধান পায়নি। ঈশ্বর বিশ্বাসী আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন, আমরা যেন সেই সমস্ত সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি, তাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে আসি। এর ফলস্বরূপ, আমরা হয়ত বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হতে পারি। এর জন্য হয়ত আমাদের অনেক মিথ্যা অপবাদ, উপহাস, নিন্দা বা টিট্‌কারী সহ্য করতে হতে পারে;বা অর্থনৈতিক ত্যাগস্বীকারও করতে হতে পারে; এমনকি আমাদের জীবনও বিপদের মুখে পড়তে পারে -- তথাপি আমরা যেন পিছু না হটি, অব্রামকে অনুসরণ করি, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করি।

পৃথিবীতে ন্যায়বিচার, করুণা এবং সত্য স্থাপনের উদ্দেশে ঈশ্বর বিশ্বাসী আমাদের জগতের লবণ ও জ্যোতি হতে আহ্বান জানিয়েছেন (মথি ৫.১৩-১৫)। আমরা আমাদের চারপাশের ঘটনা দেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। প্রার্থনা সহকারে ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করে আমাদের লবণ ও জ্যোতির ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্বাসী হিসাবে আমরা কখনও *"I don't care!"* মনোভাবের আচরণ করতে পারি না;বা আমাদের কাজ অন্যে করবে, এমন আশাও করতে পারি না; কিংবা না জানার মিথ্যা আচরণও করতে পারি না। ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে আমাদের জড়িত হতেই হবে।

অব্রাম যাতে এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন, তার জন্য ঈশ্বর তাকে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত সঙ্গীদের যুগিয়েছেন। ১৩পদের শেষাংশে অব্রামের ৩জন সঙ্গীদের নাম করা হয়েছে -- ইষ্কোল, আনের ও মম্রি (২৪ পদেও উল্লেখ করা হয়েছে)। অব্রাম তাঁর নিজের ৩১৮জন সুশিক্ষিত দেহরক্ষী বা যোদ্ধার সঙ্গে এই ৩জন সঙ্গীর অধীন যোদ্ধাদের নিয়ে বিদেশী আক্রমণকারীদের পিছু ধাওয়া করলেন। যুদ্ধের রণনীতি হিসাবে অব্রাম রাতের অন্ধকারে তার দাসদের দুই-দলে ভাগ করে শত্রুদের আঘাত করলেন ও তাদের তাড়িয়ে দিলেন। ফলে, লোট ও তার পরিবারের সঙ্গে বন্দী সমস্ত মানুষ ও তাদের সম্পত্তির উদ্ধার সম্ভব হল। ভয় না করে, বিশ্বাস সহকারে অব্রাম যে কাজ করেছিলেন, তার দ্বারা কত মানুষ রক্ষা পেল!

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনেও এই সত্য একইভাবে প্রযোজ্য। আমরা যখন যীশুকে জানি ও বিশ্বাস করি, তখন যারা আমাদের বাধা দেয়, তাদের সংখ্যা প্রচুর, তাদের জাগতিক শক্তিও প্রবল। অনেক সময় সেই সমস্ত দৈত্যদের সামনে আমরা নিজেদের ফড়িং বলে মনে করতে পারি (গণনা ১৩.৩৩)। কিন্তু ভুলে যাব না যে, আমাদের আধ্যাত্মিক যুদ্ধে জয় শত্রুর শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়; কিন্তু আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপরই নির্ভরশীল। আমাদের আত্মিক যুদ্ধে জয়লাভ করতে, প্রতিরক্ষার্থে উপযুক্ত সজ্জা পরিধানের পাশাপাশি শত্রুকে ধরাশায়ী করতে ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনার অস্ত্র হাতে ধরতে হবে, ***"আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ কর। সর্ববিধ***

প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর" (ইফিষীয় ৬.১৭-১৮)। লোটের মত অনেক বিশ্বাসী আছেন, যাদের উদ্ধার করতে ঈশ্বরের বাক্যের যথার্থ পরামর্শ প্রয়োজন। আবার, বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে অনেক বিশ্বাসীর জীবনে আমার ও আপনার একনিষ্ঠ প্রার্থনার প্রয়োজন। অব্রাম যেমন তার দাসদের দুই-দলে ভাগ করে শত্রুদের আক্রমণ করেছিল; আমরাও ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনার অস্ত্রকে ব্যবহার করে আমাদের বিশ্বাসী ভাই-বোনদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে পারি, তাদের পরম শত্রু শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি।

আজকের বাক্য থেকে যে বিষয়টি আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার, তা হল, এই পৃথিবীর মাটিতে বিশ্বাসী আমরা কেউ পৃথকীকৃত বা বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতে পারি না। যীশু খ্রীস্টে প্রকৃত বিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকে একে অন্যের ভাই-বোন। তাই, আমরা প্রত্যেকে একে অন্যের দূর্বলতায় উদ্ধারকারী বা সাহায্যকারী। আমরা যখন দেখি, বিশ্বাসী কোন ভাই বা বোন বিশ্বাসে দূর্বল হয়ে পড়েছে, শয়তান বা শত্রুর আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়েছে, তখন বিশ্বাসী হিসাবে তাকে ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা সঞ্জীবিত করা বা প্রার্থনার দ্বারা বলবান করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের। স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, আজ সে যে পরিস্থিতির মধ্যে আছে, কাল আমি যে সেই পরিস্থিতিতে পড়ব না -- তা আমরা কেউ জানি না। বাইবেলে এখানেই প্রথম অব্রামকে **"ইব্রীয়"** বলা হয়েছে (১৩ পদ)। হিব্রু ভাষায় এই শব্দের অর্থ **"যাত্রী"** বা **"তীর্থযাত্রী"**। বিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকেই এই পৃথিবীতে প্রবাসী। তাই, আমরা যেন সর্বদা আমাদের সহযাত্রীদের সাহায্য করি ও উদ্ধার করি।

লোট যখন ব্যক্তিগত পছন্দকে ব্যবহার করে সদোমের জাগতিক সমৃদ্ধি ও মাংসিক কামনা-বাসনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল, তখন অব্রামের কিছু করার ছিল না। অব্রাম যদি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করত, তাহলে লোট অব্রামকে নিজের স্বার্থ চরিতার্থকারী কূট ব্যক্তি হিসাবে ভুল বুঝত। সদোমে বসবাস করা ছিল লোটের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পছন্দ, যাতে হস্তক্ষেপ করা অব্রামের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু লোটের এই ব্যক্তিগত পছন্দের ফলস্বরূপ উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে লোটকে উদ্ধার করতে অব্রামের যে সুযোগ ছিল, অব্রাম তার যথার্থ ব্যবহার করেছেন। জগতের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে যখন অবিশ্বাসীর ন্যায় কোন ব্যক্তিগত পদক্ষেপ কোন বিশ্বাসী গ্রহণ করে, তখন যদিও আমাদের তেমন কিছু করার থাকে না কিন্তু সেই ভাই যখন বিপদে পড়ে, তখন তাকে উদ্ধার করতে আমরা যেন আমাদের লাভ-ক্ষতির অঙ্ক না কষি।

আজ আমাদের মধ্যেও এমন কোন ভাই বা বোন থাকতে পারেন, যিনি এমন লজ্জাজনক জীবন যাপন করে চলেছেন, যে মণ্ডলীর সম্মুখে তা প্রকাশ করা বা স্বীকার করা অসম্ভব; তাহলে সেই ভাই বা বোনকে অনুরোধ, সে যেন আমাদের মণ্ডলীর এমন কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বেছে নেয়, যার কাছে সে সেই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করতে পারে ও প্রার্থনার অনুরোধ করতে পারে। বাইবেল বলে, **"ধার্ম্মিকের বিনতি কার্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত"** (যাকোব ৫.১৬খ)। আসুন, আমরা একে অন্যকে ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনার দ্বারা সবল করি! একে অন্যের বিপদে বন্ধু হই!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)